21979 - যে সকল দিনে নফল রোযা রাখা শরয়িসম্মত

প্রশ্ন

কোন দিনগুলোতে নফল রোযা রাখা শরয়িতসম্মত? অর্থাৎ একজন মানুষ মাসরে কয়দিন রোযা রাখব? মুসলমি ব্যক্তি নর্দিষ্টি করে সপ্তাহরে কোন দিন রোযা রাখব? এছাড়াও আমি ইফতার ও সহেরীর সঠকি সময় জানতে চাই।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

মুস্তাহাব রোযার মাঝে কছিু আছে সাপ্তাহকি; যমেন: সোমবার ও বৃহস্পতবিার। আর কছিু আছে মাসকি; যমেন: প্রতি মাসরে তনি দনি রোযা রাখা। আর কছিু আছে বাৎসরকি; যা নর্দিষ্টি দনিে হতে পর, আবার নর্দিষ্টি সময় জুড়ে হতে পার। নর্দিষ্টি দনিরে উদাহরণ: আশুরার রোযা ও আরাফার রোযা। আর নর্দিষ্টি সময় জুড়ে রোযার উদাহরণ: শাওয়াল মাসরে ছয় রোযা, মহররম ও শাবান মাসরে যে কয়দনি সম্ভব রোযা রাখা। যাই হোক, মুসলমি বছররে নষিদ্ধি দনিগুলো ছাড়া যে কোনো দনিে রোযা রাখতে পার। নষিদ্ধি দনিগুলো হলো: ঈদরে দুই দনি, তাশরীকরে দনিগুলো; তবে যে ব্যক্তি হজ্জরে কুরবানীর পশু (হাদী) সংগ্রহ করতে পারনেি সে এই দনিগুলোতে রোযা রাখতে পার। আর আল্লাহর কাছে সবচয়েে প্রয়ি রোযা হলো: একদনি রোযা রাখা ও একদনি রোযা না-রাখা, যদি ব্যক্তি এটি করতে সক্ষম হয় এবং এটি করতে গয়িে এর চয়েে অগ্রাধকিারপূর্ণ কোনো আমল পালনে দুর্বল হয়ে না পড়।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

## নফল রোযার বধিান আরোপে নহিতি প্রজ্ঞা

আল্লাহ তাআলার অন্যতম প্রজ্ঞা হলো তনিি বান্দাদরে উপর কছিু ইবাদত ফরয করছেনে। সইে ইবাদত পালন করার পর একই ধরনরেই কছিু নফল ইবাদত তাদরে জন্য বধিবিদ্ধ করছেনে, যে ইবাদতগুলোর জন্য বপিুল পরমিাণ নকেী রখেছেনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মহান রবরে পক্ষ থকেে বর্ণনা করতে গয়িে বলনে: “

আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করছেি তা দ্বারাই সে আমার অধকি নকৈট্য লাভ কর। আমার বান্দা নফল ইবাদতরে মাধ্যমওে আমার নকৈট্য হাছলি করতে থাক। এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবাসি। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই, যা দয়িে সে শুন। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দয়িে সে দখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দয়িে সে ধর। আমি তার পা

হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করে আমি তাকে তা দেই। সে যদি আমার নিকট আশ্রয় চায়, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই।" [হাদীসটি বুখারী (৬৫০২) বর্ণনা করেন]

## নফল রোযার প্রকারভেদ

নফল রোযা মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত:

### সাধারণ নফল রোযা

প্রথমটি হলো: সাধারণ নফল রোযা (যা কোনো নির্দিষ্ট সময় অথবা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়)। একজন মুসলিম বছরের যে কোন দিন নফল রোযা রাখতে পারেন। তবে যে দিনগুলোর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেগুলো ছাড়া। যেমন: দুই ঈদের দুই দিন। কারণ এই দুই দিনে রোযা রাখা হারাম। তাশরীকের দিনগুলো (কুরবানীর ঈদের পরের তিন দিন)। এই দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম। তবে হজ্জযাত্রী ব্যক্তির সঙ্গে যদি জবাই করার জন্য হাদী না থাকে, তাহলে সে রোযা রাখতে পারে। এছাড়া বিশেষভাবে কেবল জুমার দিন রোযা রাখার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আছে। সর্বোত্তম সাধারণ নফল রোযা হলো কেউ যদি সক্ষম হয় তাহলে একদিন রোযা রাখবে, অন্য দিন রোযা ছাড়বে। হাদীসে এসেছে: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামায হলো দাউদ আলাইহিস সালামের নামায। আর সবচেয়ে প্রিয় রোযা হলো দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ কিয়াম করতেন, আবার এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। একদিন তিনি রোযা রাখতেন, আর অন্যদিন রোযা ছাড়তেন।"[বুখারী (১১৩১) ও মুসলিম (১১৫৯) বর্ণনা করেন] উত্তমতার শর্ত হলো এই রোযা যেন তাকে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুর বিষয়ে দুর্বল করে না দেয়। হাদীসটির অন্য বর্ণনায় আছে: "তিনি একদিন রোযা রাখতেন, আর অন্যদিন রোযা ছাড়তেন। কিন্তু, যখন শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন (রণভূমি থেকে) পলায়ন করতেন না।"[হাদীসটি বুখারী (১৯৭৭) ও মুসলিম (১১৫৯) বর্ণনা করেন]

### বিশেষ নফল রোযা

সাধারণতঃ সাধারণ নফল রোযার চেয়ে বিশেষ নফল রোযা উত্তম।

বিশেষ নফল রোযাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়:

এক: কোন ব্যক্তির অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: যে যুবক বিবাহ করতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু যুবক ছিলাম। আমাদের কোনো কিছু ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন: "হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যার

বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌনতাকে দমন করবে।"[হাদীসটি বুখারী (৫০৬৬) ও মুসলিম (১৪০০) বর্ণনা করেন] কোন যুবক যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে রোযা রাখার বিধান তাগিদপূর্ণ। যুবককে যৌনতার প্রতি উদ্দীপ্ত করে তোলে এমন উপাদান যত বৃদ্ধি পাবে তার জন্য রোযা রাখার বিধান ততবেশি তাগিদপূর্ণ হবে। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে।

দুই: নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। এ ধরণের রোযার নানা প্রকার রয়েছে। কিছু আছে সাপ্তাহিক, কিছু আছে মাসিক, আর কিছু আছে বাৎসরিক।

সাপ্তাহিক রোযা হচ্ছে: সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন।[হাদীসটি নাসাঈ (২৩২০) ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে আস-সগীর (৪৮৯৭) গ্রন্থে এ হাদিসকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন।] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "এই দুই দিনে আমলগুলো জগতসমূহের রব আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। তাই আমি চাই আমার আমল যেন এমন অবস্থায় পেশ করা হয় যে আমি রোযাদার।"[হাদীসটি নাসাঈ (২৩৫৮), ইবনে মাজাহ (১৭৪০) ও আহমদ (৮১৬১) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে' (১৫৮৩) গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন।] সোমবার রোযার ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "এই দিনে আমার জন্ম হয়, আর এই দিনে আমার উপর (কুরআন) অবতীর্ণ হয়।"[হাদীসটি মুসলিম (১১৬২) বর্ণনা করেন]

মাসিক রোযা হচ্ছে: প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমার প্রিয়তম আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন, আমি আমৃত্যু সেগুলো ছাড়ব না। এক: প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা। দুই: চাশতের নামায পড়া, তিন: বিতিরের নামায পড়ে ঘুমানো।"[হাদীসটি বুখারী (১১৭৮) ও মুসলিম (৭২১) বর্ণনা করেন] হিজরী মাসের মাঝামাঝি সময় তথা আইয়্যামে বীযে এই তিনটি রোযা রাখা মুস্তাহাব। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন: "তুমি যদি মাসের কিছু দিন রোযা রাখতে চাও তাহলে তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ রোযা রাখো।"[হাদীসটি নাসাঈ (২৪২৪), ইবনে মাজাহ (১৭০৭) ও আহমদ (২১০) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে আস-সগীর (৬৭৩) গ্রন্থে এ হাদিসকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

আর বাৎসরিক রোযার মধ্যে কিছু হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনদিন রোযা রাখা। আর কিছু হচ্ছে কিছুদিন জুড়ে রোযা রাখা সুন্নত।

নির্দিষ্ট দিনগুলোর মাঝে রয়েছে:

১. আশুরার দিন। এটি হচ্ছে মহররম মাসের দশ তারিখ। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে আশুরার রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিন ছাড়া অন্য কোনো দিনকে

শ্রষ্ঠেত্ব দয়িে এবং এ মাস তথা রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসকে শ্রষ্ঠেত্ব দয়িে রোযা রখেছেনে বলে আমার জানা নইে।"[হাদীসটি বুখারী (২০০৬) ও মুসলমি (১১৩২) বর্ণনা করনে] ইহুদদিরে বরিোধেতিা করার নমিত্তি আশুরার দনিরে সাথে এর আগরে অথবা পররে দনি রোযা রাখা সুন্নত।

২. আরাফার দনি। এটি হচ্ছে যলিহজ্জ মাসরে নয় তারখি। যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করে না তার জন্য বশিষেভাবে এই রোযাটি রাখা মুস্তাহাব। পূর্ববরে উল্লখিতি তনি প্রকার রোযার মর্যাদা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "রমযান মাসরে রোযা এবং প্রত্যকে মাসে তনিদনি রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আরাফার দনিরে রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে, এর দ্বারা তনিি পূর্ববরে এক বছর ও পররে এক বছররে গুনাহ ক্ষমা করবনে। আর আশুরার রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে, তনিি (এর বনিমিয়ে) পূর্ববরে এক বছররে গুনাহ ক্ষমা করবনে।"[হাদীসটি মুসলমি (১১৬২) বর্ণনা করনে]

আর যে বশিষে দনিগুলো জুড়ে রোযা রাখা সুন্নত সগেুলোর মধ্যে রয়ছে:

শাওয়াল মাস: এর ছয় দনি রোযা রাখা সুন্নত। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি রমযানরে রোযা রাখল এবং এরপর শাওয়াল মাসরে ছয় দনি রোযা রাখল সে যনে সারা বছর রোযা রাখল।"[হাদীসটি মুসলমি (১১৬৪) বর্ণনা করনে।] (7859) নং প্রশ্নরে উত্তর দখেুন।

মুহররম মাস: এ মাসরে যতদনি সম্ভবপর হয় রোযা রাখা সুন্নত। কারণ হাদীসে আছে: "রমযানরে পরে সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহররমরে রোযা। আর ফরয নামাযরে পরে সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতরে নামায।"[হাদীসটি মুসলমি (১১৬৩) বর্ণনা করনে]

শা'বান মাস : আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বশেি রোযা রাখতনে যে আমরা বলতাম: "তনিি আর রোযা রাখা ছাড়বনে না। আর এত বশেি রোযা ছাড়তনে যে আমরা বলতাম: তনিি আর রোযা রাখবনে না। আমি রমযান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে তাকে পুরো মাস রোযা রাখতে দখেনি। আর শা'বান মাসরে মতো এত বশেি রোযা অন্য কোনো মাসে রাখতে দখেনি। তনিি পুরো শা'বান মাস রোযা রাখতনে। তনিি শা'বান মাসরে অল্প কছিু দনি বাদে পুরো মাস রোযা রাখতনে।"[হাদীসটি বুখারী (১৯৬৯) ও মুসলমি (১১৫৬) বর্ণনা করনে]

নকেী প্রত্যাশী প্রত্যকে মুসলমিরে উচতি আল্লাহর জন্য নফল রোযা রাখার মর্যাদা জানা। হাদীসে এসছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি একদনি মহান আল্লাহর রাস্তায় রোযা রাখে আল্লাহর তার চহোরাকে জাহান্নাম থকেে সত্তর বছর দূরে সরয়িে দনে।"[হাদীসটি নাসাঈ (২২৪৭) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী সহীহু সুননানি নাসাঈ গ্রন্থে (২১২১) এ হাদসিকে সহহি বলে গণ্য করনে]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে জাহান্নাম ও এর আগুন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদের ও জান্নাতবাসী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

## সেহেরী ও ইফতারের সঠিক সময়

সেহেরী ও ইফতারের সঠিক সময়:

যেমনটি রোযার সংজ্ঞায় বলা হয়: ফজরের শুরু থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় এবং রোযা ভঙ্গকারী সকল কিছু থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“আর (রাতের) কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো। তারপর (পরবর্তী) রাত আসা পর্যন্ত (পানাহার বন্ধ রেখে) রোযা পূর্ণ করো।”[সূরা বাকারা: (১৮৭)]

রোযাদার ব্যক্তি ফজর হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী সকল কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। ইফতারের সময়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যখন এদিক থেকে রাত আসে, ঐ দিক থেকে দিন চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায় তখন রোযাদার ইফতার করবে।”[হাদীসটি বুখারী (১৮১৮) ও মুসলিম (১৮৪১) বর্ণনা করেন]

আর সেহেরীর সময়ের ব্যাপারে অধিকাংশ ফকিহের মত হলো: এর সময় হলো রাতের শেষার্ধ থেকে সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত। অধিকাংশ আলেমের মতে পূর্বোক্ত আয়াতের কারণে সুবহে সাদিক তথা ফজর হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে বিলম্বে সেহেরী করা সুন্নত। এছাড়াও যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা দ্রুত ইফতার করো, আর দেরীতে সেহেরী করো।”[হাদীসটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেন আর শাইখ আলবানী সহীহুল জামে’ গ্রন্থে (৩৯৮৯) বর্ণনা করেন] আর যেহেতু সেহেরীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রোযা রাখার শক্তি অর্জন করা, আর যা ফজরের কাছাকাছি সময়ে খাওয়া হয় তা রোযা রাখতে বেশি সহায়তা করে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তার শরীয়তের অনুসারী এবং সে অনুযায়ী আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।